শিক্ষকদের দাবি বৈষম্য নিরসন

শিক্ষকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে জলকামান থেকে পানি ছোড়ে পুলিশ। গতকাল শনিবার শাহবাগ থেকে তোলা - সমকাল

সাব্বির নেওয়াজ

প্রকাশ: ০৯ নভেম্বর ২০২৫ | ০৭:৪৯ | আপডেট: ০৯ নভেম্বর ২০২৫ | ০৯:৩৫

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার অলহরী দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফাতেমা শবনম গতকাল শনিবার এসেছিলেন রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। দশম গ্রেডে বেতন চান তিনি। সমকালের সঙ্গে আলাপে এই শিক্ষক বলেন, ‘বেতন-বিল জমা দিতে প্রতি মাসে যেতে হয় উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে। সেখানে গিয়ে কোনো সম্মান পাই না।

হিসাবরক্ষণ অফিসে অফিস সহকারী বেতন পান ১২তম গ্রেডে। আর আমি শিক্ষক হয়ে বেতন পাই ১৩তম গ্রেডে। যে কারণে অফিস সহকারীরাও আমাদের কোনো সম্মান দেন না।’

ফাতেমা শবনম বলেন, ‘অসম্মানের প্রতিবাদ ও দশম গ্রেডের দাবি জানাতে শহীদ মিনারে এসেছি। বাজারে গিয়ে একটা ভালো মাছ কিনতে পারি না। দুই ঈদে যে বোনাস দেওয়া হয়, তা দিয়ে ঈদও হয় না, কোরবানি তো দেওয়াই যায় না।’

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার পূর্ব পুনাইখারকান্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. ইয়াছিন মিয়া বললেন, ‘সরকারি গাড়িচালকরা পান ১২তম গ্রেডে বেতন। আর আমরা শিক্ষকরা পাই ১৩তম গ্রেডে। চালকদের চেয়েও এ দেশে শিক্ষকদের মর্যাদা কম।’

ফাতেমা শবনম ও ইয়াছিন আলীর মতো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েক হাজার সহকারী শিক্ষক শনিবার সকাল থেকে অবস্থান নেন রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। বিকেলে তারা শাহবাগে পুলিশের জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেডের শিকার হন।

প্রাথমিকের শিক্ষকদের ভাষ্য, একই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সরকারের অন্যান্য দপ্তরে দশম গ্রেডে চাকরিতে ঢুকছেন চাকরিপ্রার্থীরা। অথচ তাদের সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ যোগ্যতা হলো স্নাতক সমমান। বেতন গ্রেড ১৩তম। অথচ অষ্টম শ্রেণি পাস সরকারি ড্রাইভারদের বেতন গ্রেড ১২তম।

এ ছাড়া সরকারের সচিবদের পাচক ভাতার চেয়েও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কম। শিক্ষকরা জানান, তাদের মতো স্নাতক সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই), স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নার্স এবং সিনিয়র নার্স, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা দশম গ্রেডে চাকরি করছেন। কিন্তু তাদের দশম গ্রেড দেওয়া হচ্ছে না।

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড নিয়ে আন্দোলন দীর্ঘদিনের। ২০১৪ সাল থেকে তারা বেতন বৈষম্য নিরসনের আন্দোলন করে আসছেন। মাঝখানে ২০২০ সালে সরকার তাদের ১৪তম থেকে ১৩তম গ্রেডে নিয়ে আসে। এরপর ২০১৮ সালে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগ যোগ্যতা স্নাতক দ্বিতীয় শ্রেণি করার পর থেকেই তাদের বেতন দশম গ্রেড করার জন্য শিক্ষকরা জোরালো আন্দোলন শুরু করেন। কারণ, একই যোগ্যতায় অন্য বিভাগের কর্মচারীরা দশম গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

যদিও এ বছরের ২৪ এপ্রিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষকদের বেতন ১১তম থেকে দশম গ্রেডে এবং ১৩তম গ্রেডে থাকা শিক্ষকদের বেতন ১২তম গ্রেডে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন সহকারী শিক্ষকরা।

শেরপুর সদরের ইলশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহানুর রহমান রোমান বলেন, তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর সম্মান নিয়ে ও বেতন দিয়ে আমরা কীভাবে শিশুদের প্রথম শ্রেণির নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখাব? আমরা চাই কমপক্ষে দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হোক।

শিক্ষকদের আরও দুটি দাবি হলো ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড সমস্যার সমাধান এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি বাস্তবায়ন।

আগে সহকারী শিক্ষকরা ৬৫ ভাগ প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেতেন। এখন ৮০ ভাগ পদোন্নতি পান। বাকি ২০ ভাগ পিএসসির মাধ্যমে সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আইচাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মতিয়ুর রহমান বলেন, ২০১৮ সালে চলতি দায়িত্বের প্রধান শিক্ষক হয়েও পূর্ণাঙ্গ পদোন্নতি পাইনি। আমি এখনও তৃতীয় শ্রেণির বেতন মর্যাদা পাচ্ছি। আমি চাই সহকারী শিক্ষকদের শতভাগ পদোন্নতি, দশম গ্রেডসহ দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা দেওয়া হোক।

বিষয় : শিক্ষক